ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

১

(সূরা ফাতিহা, সূরা দুহা, সূরা ইনশিরাহ)

ATFAAL
by sandipan

একনজরে সূরাসমূহ

(নিম্নোক্ত সূরাগুলো মক্কায় অবতীর্ণ)

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	সূরার ক্রম
১	আল-ফাতিহা	৭	১
২	আদ-দুহা	১১	৯৩
৩	ইনশিরাহ	৮	৯৪
৪	আত-তীন	৮	৯৫
৫	আল-কাদর	৫	৯৭
৬	আল-কারিআহ	১১	১০১
৭	আত-তাকাসুর	৮	১০২
৮	আল-আসর	৩	১০৩
৯	আল-হুমাযাহ	৯	১০৪
১০	আল-ফীল	৫	১০৫

ক্রম	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	সূরার ক্রম
১১	কুরাইশ	৪	১০৬
১২	আল-মাউন	৭	১০৭
১৩	আল-কাউসার	৩	১০৮
১৪	আল-কাফিরুন	৬	১০৯
১৫	আন-নাসর	৩	১১০
১৬	লাহাব	৫	১১১
১৭	আল-ইখলাস	৪	১১২
১৮	আল-ফালাক	৫	১১৩
১৯	আন-নাস	৬	১১৪

খুলে গেলো আসমানের দরজা

জিবরীল عليه السلام একদিন নবি ﷺ -এর কাছে বসে ছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে একটি আওয়াজ শোনা গেল। জিবরীল عليه السلام সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আকাশের একটি দরজা খোলা হয়েছে। এ দরজাটি আগে আর কখনো খোলা হয়নি।'

তারপর সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে এলেন।

জিবরীল عليه السلام নবিজিকে বললেন, 'এই ফেরেশতা আজকেই পৃথিবীতে এসেছেন। এর আগে কখনো আসেননি।'

সেই ফেরেশতা এসে নবিজিকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এগুলো আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার আগে আর কোনো নবিকে তা দেওয়া হয়নি। এগুলো হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারাহ'র শেষ কয়েকটি আয়াত।'

(সহীহ মুসলিম : ৮০৬)

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা ফাতিহা

সূরা নং : ১
আয়াত : ৭

১	পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহী-ম)
২	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল'আ-লামীন)
৩	যিনি অত্যন্ত মেহেরবান, পরম দয়ালু।	اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (আররহমা-নির রহী-ম)
৪	যিনি প্রতিদান-দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (মা-লিকি ইয়াওমিদ্দী-ন)
৫	আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়াইয়্যা-কা নাস্তাঈ-ন)
৬	আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ইহদিনাস সিরা-ত্বল মুস্তাক্বী-ম)

৭

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

(সিরা-ত্বল্লাযী-না আন'আমতা আ'লাইহিম
গইরিল মাগদু-বি'আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লী-ন)

তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা বিপথগামী।

শব্দে শব্দে অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ - আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	اَلرَّحْمٰنِ - পরম করুণাময়	اَلرَّحِيْمِ - অতিশয় দয়ালু
اَلْحَمْدُ - সমস্ত প্রশংসা	لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য	رَبِّ - প্রতিপালক	اَلْعٰلَمِيْنَ - জগৎসমূহ
مٰلِكِ - মালিক	يَوْمِ - দিন	اَلدِّيْنِ - প্রতিদান	اِيَّاكَ - আপনার কাছেই
نَعْبُدُ - আমরা ইবাদত করি	نَسْتَعِيْنُ - আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি	اَلصِّرَاطَ - পথ
اِهْدِنَا - আমাদের দেখিয়ে দিন	اَلْمُسْتَقِيْمَ - সরল-সঠিক	اَلَّذِيْنَ - যারা/যাদের
اَنْعَمْتَ - আপনি নিয়ামত দান করেছেন	عَلَيْهِمْ - যাদের প্রতি	اَلضَّآلِّيْنَ - বিপথগামী
اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ - গজবপ্রাপ্ত	غَيْرِ - নয়	

কয়েকটি আয়াতের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ — আল্লাহর নামে

আল্লাহর নামে এই সূরাটি শুরু করছি। আল্লাহ হলেন তিনি, যাঁর ইবাদত আমরা করি। যাঁকে সবকিছুর চেয়ে আমরা বেশি ভালোবাসি। তাঁর খুশির জন্য আমরা সব কাজ করতে পারি। আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রতিটি কাজের শুরুতে তাঁর নাম নেওয়া। 'বিসমিল্লাহ' বলা। আয়িশা ﵂ বলেছেন, নবি ﷺ সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন।

(মুসনাদে আহমাদ : ১৪৩২৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামত দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। এই শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। আনাস ﵁ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার প্রতি খুশি হন, যে খাওয়ার পরে শুকরিয়া আদায় করে আলহামদু-লিল্লাহ বলে এবং পান করার পরে শুকরিয়া আদায় করে আলহামদু-লিল্লাহ বলে।'

(সহীহ মুসলিম : ২৭৩৪)

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ — জগৎসমূহের প্রতিপালক

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আসমান-জমিনের মালিক। তিনিই আমাদের জন্য সব ধরনের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন। আমরা অসুস্থ হলে তিনিই আমাদের সুস্থতা দান করেন। ক্ষুধা লাগলে তিনিই আমাদের জন্য রিযিক পাঠান। তিনিই আমাদেরকে প্রতিপালন করেন।

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আল্লাহই আমাদেরকে কল্যাণ দান করেন। তাই আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। একজন সাহাবির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস। তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। নবি ﷺ তাঁকে আদর করে অনেক কিছু শেখাতেন। একদিন নবিজি ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, 'খোকা, শোনো! আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। দেখবে, আল্লাহ তোমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে। তাহলে আল্লাহকে কাছে পাবে। কিছু চাইতে হলে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। সাহায্য দরকার হলে তাঁর কাছেই চাইবে।'

(সুনানুত তিরমিযি : ২৫১৬)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও

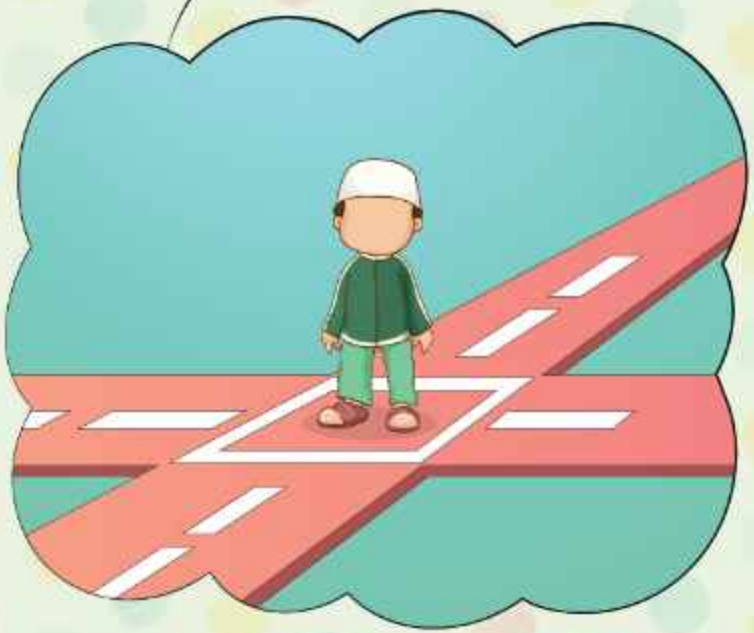

শয়তান আমাদের চিরশত্রু। সে চায়, আমরা যেন সঠিক পথ খুঁজে না পাই। সঠিক পথ তো আমরা চিনি না। এজন্য আমরা বলি—হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'হে আমার বান্দারা! যাকে আমি পথ দেখিয়েছি, সেই তো পথ পেয়েছে। তোমরা তো সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছ। আমার কাছে বলো। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেব।'

(সহীহ মুসলিম : ২৫৭৭)

এক্টিভিটি-১

সঠিক উত্তরের পাশে ✓ টিক চিহ্ন দাও

১ কাজের শুরুতে কী বলতে হয়?

- (ক) আলহামদু-লিল্লাহ
- (খ) সুবহানাল্লাহ
- (গ) বিসমিল্লাহ

২ কুরআনের প্রথম সূরার নাম কী?

- (ক) ইখলাস
- (খ) আয়াতুল কুরসী
- (গ) ফাতিহা

৩ সূরা ফাতিহা'তে কিসের জন্য দুআ করা হয়েছে?

- (ক) রিযিক
- (খ) হিদায়াত
- (গ) আরোগ্য

দাগ টেনে অর্থ মিলাই

সরল-সঠিক	بِسْمِ اللّٰهِ
আল্লাহর নামে	اَلصِّرَاطَ
পথ	يَوْمِ الدِّيْنِ
কিয়ামতের দিন	اَلْمُسْتَقِيْمَ
প্রতিপালক	رَبِّ

ঈমান আনার পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কুরআন শেখা। কুরআন বুঝে পড়া। কুরআনকে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ধারণ করা। আর এর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীর পড়ার বিকল্প নেই।

বড়দের পাশাপাশি আমাদের উচিত ছোটদেরকেও কুরআনের তাফসীর পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে কুরআনের মজার মজার ঘটনা শিক্ষা দেওয়া। তবে শিশুদেরকে তা শেখানোর উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে গল্প। কারণ, শিশুরা গল্প পছন্দ করে। গল্প শুনে তারা আনন্দিত হয়। গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো বিষয় খুব সহজেই শেখানো যায়।

তাই শিশুদেরকে গল্পে গল্পে তাফসীর শেখাতে আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের তাফসীরুল কুরআন' সিরিজ। সিরিজটি পড়ে শিশুরা শিখে যাবে পবিত্র কুরআনের উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ সূরার মজার মজার ঘটনা ও শিক্ষা।

এই সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থকে অবলম্বন করে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি গল্পে রয়েছে আকর্ষণীয় রঙিন রঙিন ছবি; যা খুব সহজেই শিশুদেরকে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন-১
লেখক : সন্দীপন টীম
সম্পাদক : আবদুল্লাহ যোবায়ের, জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

২

(সূরা ত্বীন, সূরা ক্বদর, সূরা কারিআ, সূরা আসর)

ATFAAL
by sandipan

বিদায় নেওয়ার আগে

সাহাবিদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে তাঁরা একে অপরকে সূরা আসর শুনাতেন। তারপর সালাম দিয়ে বিদায় নিতেন। কারণ এই সূরাটি একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

(আল-মুজামুল আওসাত : ৫০৯৭)

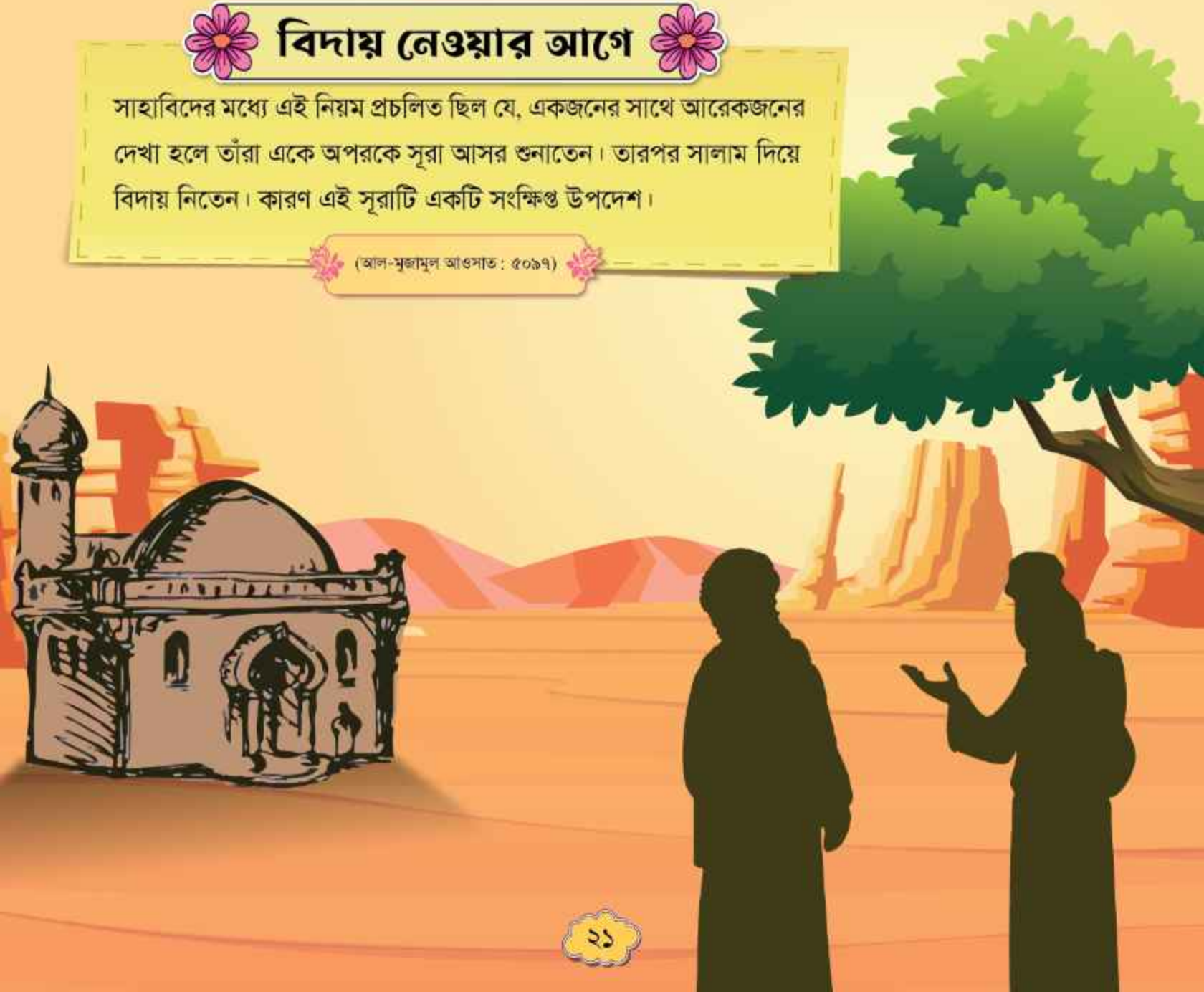

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা আসর

সূরা নং : ১০৩
আয়াত : ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ সময়ের শপথ!

وَالْعَصْرِ
(ওয়াল 'আস্‌র)

২ অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ
(ইন্নাল ইনসা-না লাফী- খুস্‌র)

৩ তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অন্যকে সঠিক উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দিয়েছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
(ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া 'আমিলুস সা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-সওবিল হাক্কি ওয়া তাওয়া- সওবিস সব্‌র)

শব্দে শব্দে অর্থ

اَلْعَصْرِ - সময়, যুগ, কাল	اِنَّ - নিশ্চয়	خُسْرٍ - ক্ষতি	اٰمَنُوْا - তারা ঈমান এনেছে	اَلصَّبْرِ - ধৈর্য
اَلصّٰلِحٰتِ - সৎকাজ	تَوَاصَوْا - তারা একে অপরকে উপদেশ দিয়েছে		اَلْحَقِّ - ন্যায়, সত্য, সঠিক	

কয়েকটি আয়াতের তাফসীর

وَالْعَصْرِ — সময়ের শপথ

সূরা দুহা'তে আমরা শপথ নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলো তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। মনে না থাকলে জলদি করে একবার নজর বুলিয়ে নাও। এরপর সেই আলোচনার আলোকে বলো, 'সময়ের শপথ' কথা থেকে তুমি কী বুঝতে পেরেছো!

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ — এবং একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দিয়েছে

সবর করতে বলার অর্থ হলো ঈমান আনার কারণে যত কষ্টই আসুক না কেন সব মেনে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের ওপর থেকে নেক আমল করতে থাকা।

ইমাম শাফিয়ি (রহ.) বলতেন, 'সূরা আসর ছাড়া কুরআনের অন্য কোনো সূরা নাজিল না হলেও এটাই যথেষ্ট হয়ে যেত।'

(ইবনু কাসীর : ১১/৫৮৭)

এক্টিভিটি-৭

ক) তুমি একটি আমলের বর্ণনা দাও। যে আমলটি তুমি নিজে করেছো, এরপর অন্যকে করতে বলেছো। আমলটি করতে গিয়ে কষ্ট হলেও ধৈর্যের সাথে চালিয়ে গিয়েছো।

:

ঈমান আনার পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কুরআন শেখা। কুরআন বুঝে পড়া। কুরআনকে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ধারণ করা। আর এর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীর পড়ার বিকল্প নেই।

বড়দের পাশাপাশি আমাদের উচিত ছোটদেরকেও কুরআনের তাফসীর পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে কুরআনের মজার মজার ঘটনা শিক্ষা দেওয়া। তবে শিশুদেরকে তা শেখানোর উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে গল্প। কারণ, শিশুরা গল্প পছন্দ করে। গল্প শুনে তারা আনন্দিত হয়। গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো বিষয় খুব সহজেই শেখানো যায়।

তাই শিশুদেরকে গল্পে গল্পে তাফসীর শেখাতে আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের তাফসীরুল কুরআন' সিরিজ। সিরিজটি পড়ে শিশুরা শিখে যাবে পবিত্র কুরআনের উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ সূরার মজার মজার ঘটনা ও শিক্ষা।

এই সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থকে অবলম্বন করে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি গল্পে রয়েছে আকর্ষণীয় রঙিন রঙিন ছবি; যা খুব সহজেই শিশুদেরকে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন-২
লেখক : সন্দীপন টীম
সম্পাদক : আবদুল্লাহ যোবায়ের, জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৪
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

৩

(সূরা তাকাসুর ,সূরা হুমযাহ, সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ)

ATFAAL
by sandipon

দুঃখের পরেই আসে সুখ

একদিনের কথা। আল্লাহর নবি ﷺ তখন খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। ক্ষুধায় তিনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে দেখলেন, আবু বকর ﷺ এবং উমর ﷺ- হাঁটাহাঁটি করছেন। নবিজি ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী! এ সময় তোমরা ঘরের বাইরে কেন? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরে খাবার নেই। ক্ষুধার তাড়নায় বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তখন নবি ﷺ বললেন, 'আরে, আমিও তো একই কারণে বেরিয়ে এসেছি। চলো তো দেখি, কী করা যায়।'

তাঁরা তিনজন চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা এলেন এক আনসারি সাহাবির বাড়িতে। সাহাবি তখন ঘরে ছিলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি নবিজিকে খুশি মনে স্বাগত জানালেন। তাঁর স্বামী কোথায়, নবি ﷺ জানতে চাইলেন। মহিলাটি জানালেন, তিনি পানি আনতে গেছেন। এরই মধ্যে আনসারি সাহাবি চলে এলেন। নবি ﷺ ও তাঁর সঙ্গী দুজনকে দেখতে পেয়ে তিনি খুবই খুশি হলেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

তারপর তিনি বাগানে গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি পেড়ে আনলেন। তাতে কাঁচা-পাকা, শুকনো-ভেজা সব ধরনের খেজুরই ছিল। নবিজি ﷺ-এর সামনে সেটা রেখে দিয়ে তিনি বললেন, আপনারা এ খেজুর খেতে থাকুন; আমি আসছি। এই বলে তিনি ছাগল জবাইয়ের জন্য একটি ছুরি হাতে নিলেন। নবি ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, 'দুধওয়ালা ছাগল জবাই করো না কিন্তু!'

তারপর সাহাবি মেহমানদের জন্য ছাগল জবাই করলেন। আল্লাহর নবি ﷺ, আবু বকর ও উমর ﷺ ছাগলের গোশত, খেজুর এবং পানি পান করলেন। অবশেষে তাঁরা তৃপ্ত হলেন। তখন নবি ﷺ আবু বকর ও উমর ﷺ -কে লক্ষ্য করে বললেন, 'ক্ষুধার কারণে তোমরা ঘর থেকে বের হয়েছিলে। তারপর এই নিয়ামত লাভ করে তোমরা ফিরে যাচ্ছো। আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।'

(সহীহ মুসলিম : ২০৩৮)

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা তাকাসুর

সূরা নং : ১০২
আয়াত : ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ
(আলহা-কুমুত তাকা-ছুর)

২ যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
(হাত্তা- ঝুরতুমুল মাক্বা-বির)

৩ না, এটা উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
(কাল্লা- সাওফা তা'লামূ-ন)

৪ আবার বলি, এটা মোটেই উচিত নয়; খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
(ছুম্মা কাল্লা- সাওফা তা'লামূ-ন)

৫ কখনোই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে (তাহলে উদাসীন হতে না)।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ
(কাল্লা- লাও তা'লামূ-না ঈলমাল ইয়াকী-ন)

৬ তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ
(লাতারাউন্নাল জাহী-ম)

৭ আবার বলি, তোমরা অবশ্যই তা সরাসরি দেখতে পাবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ
(ছুম্মা লাতারাউন্নাহা- 'আইনাল ইয়াকী-ন)

৮ এরপর সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ
(ছুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন 'আনিন্নাঈ-ম।)

শব্দে শব্দে অর্থ

اَلْهٰكُمُ - তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে	اَلتَّكَاثُرُ - প্রাচুর্যের লালসা	حَتّٰى - যতক্ষণ না
زُرْتُمُ - তোমরা পৌঁছে যাও	اَلْمَقَابِرَ - কবর	سَوْفَ - শীঘ্রই	تَعْلَمُوْنَ - তোমরা জানতে পারবে
عِلْمَ الْيَقِيْنِ - নিশ্চিতভাবে জানা	لَتَرَوُنَّ - তোমরা অবশ্যই দেখবে	عَيْنَ الْيَقِيْنِ - সরাসরি দেখা
لَوْ - যদি	لَتُسْأَلُنَّ - অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে	عَنِ النَّعِيْمِ - নিয়ামত সম্পর্কে

ঈমান আনার পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কুরআন শেখা। কুরআন বুঝে পড়া। কুরআনকে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ধারণ করা। আর এর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীর পড়ার বিকল্প নেই।

বড়দের পাশাপাশি আমাদের উচিত ছোটদেরকেও কুরআনের তাফসীর পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে কুরআনের মজার মজার ঘটনা শিক্ষা দেওয়া। তবে শিশুদেরকে তা শেখানোর উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে গল্প। কারণ, শিশুরা গল্প পছন্দ করে। গল্প শুনে তারা আনন্দিত হয়। গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো বিষয় খুব সহজেই শেখানো যায়।

তাই শিশুদেরকে গল্পে গল্পে তাফসীর শেখাতে আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের তাফসীরুল কুরআন' সিরিজ। সিরিজটি পড়ে শিশুরা শিখে যাবে পবিত্র কুরআনের উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ সূরার মজার মজার ঘটনা ও শিক্ষা।

এই সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থকে অবলম্বন করে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি গল্পে রয়েছে আকর্ষণীয় রঙিন রঙিন ছবি; যা খুব সহজেই শিশুদেরকে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন-৩
লেখক : সন্দীপন টীম
সম্পাদক : আবদুল্লাহ যোবায়ের, জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

৪

(সূরা মাউন, সূরা কাউসার, সূরা কাফিরুন, সূরা নাসর)

ATFAAL
by sandipan

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নাসর

সূরা নং : ১১০
আয়াত : ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য আর বিজয়।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

(ইযা-জা- আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল ফাতহু)

২ এবং আপনি দেখবেন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

(ওয়া রআইতান্না-সা ইয়াদখুলূ-না ফী- দী-নিল্লাহি আফওয়া-জা-)

৩ তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ তাসবীহ পাঠ করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

(ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু;
ইন্নাহূ- কা-না তাওওয়া-বা-)

শব্দে শব্দে অর্থ

إِذَا - যখন	جَآءَ - আসবে	نَصْرُ - সাহায্য	الْفَتْحُ - বিজয়	رَأَيْتَ - আপনি দেখবেন
النَّاسَ - মানুষ, লোকেরা	فِيْ دِيْنِ اللهِ - আল্লাহর দ্বীনে	أَفْوَاجًا - দলে দলে	فَ - তখন	
سَبِّحْ - আপনি তাসবীহ পড়ুন	بِحَمْدِ - প্রশংসাসহ	رَبِّكَ - আপনার প্রতিপালকের		
وَاسْتَغْفِرْهُ - এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন	إِنَّهُ - নিশ্চয় তিনি	تَوَّابًا - তাওবা কবুলকারী		

কয়েকটি আয়াতের তাফসীর

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ — যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য আর বিজয়

এখানে 'বিজয়' বলে মক্কা-বিজয়ের কথা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর সাহায্যে মক্কা বিজয় হবে। নবিজি ﷺ বীরের বেশে মক্কা শহরে প্রবেশ করবেন। আর সমস্ত কাফির তাঁর সামনে অবনত হবে।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

এবং আপনি দেখবেন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে

এখানে মক্কা-বিজয়ের পরবর্তী সময়ে কথা বলা হয়েছে। মক্কা-বিজয়ের পর কাফিররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের ইসলাম কবুলের কথা আল্লাহ তাআলা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

سُبْحَانَ اللَّهِ
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

এই সূরাতে নবিজির দায়িত্ব পূর্ণ হবার একটি ইঙ্গিত রয়েছে। আর তাই, নবিজিকে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। বেশি বেশি তাসবীহ এবং ইস্তিগফার পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পরে নবিজি ﷺ এই দুআ বেশি বেশি পড়তেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

سورة النصر

এই সূরাটি ছিল নবি ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া সর্বশেষ পূর্ণ সূরা। এরপরে আর কোনো পূর্ণ সূরা নাযিল হয়নি।

ইস্তিগফার শুধু গুনাহ মাফ চাওয়ার জন্য করতে হয় না। সম্মান বাড়াতে চাইলেও করতে হবে। নবি ﷺ-এর কোনো গুনাহ ছিল না। তাঁকে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছিল মর্যাদা বাড়ানোর জন্য।

এক্টিভিটি-১৫

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

(ক) এখানে 'বিজয়' বলে ..... কথা বোঝানো হয়েছে।

(খ) এই সূরাতে নবিজির ..... পূর্ণ হবার একটি ইঙ্গিত রয়েছে।

(গ) এই সূরাটি ছিল নবি ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া শেষতম ..... সূরা।

(ঘ) সম্মান বাড়াতে চাইলেও ..... করতে হবে।

(ঙ) আল্লাহর ..... মক্কা শহর বিজয় হয়েছিল।

ঈমান আনার পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কুরআন শেখা। কুরআন বুঝে পড়া। কুরআনকে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ধারণ করা। আর এর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীর পড়ার বিকল্প নেই।

বড়দের পাশাপাশি আমাদের উচিত ছোটদেরকেও কুরআনের তাফসীর পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে কুরআনের মজার মজার ঘটনা শিক্ষা দেওয়া। তবে শিশুদেরকে তা শেখানোর উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে গল্প। কারণ, শিশুরা গল্প পছন্দ করে। গল্প শুনে তারা আনন্দিত হয়। গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো বিষয় খুব সহজেই শেখানো যায়।

তাই শিশুদেরকে গল্পে গল্পে তাফসীর শেখাতে আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের তাফসীরুল কুরআন' সিরিজ। সিরিজটি পড়ে শিশুরা শিখে যাবে পবিত্র কুরআনের উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ সূরার মজার মজার ঘটনা ও শিক্ষা।

এই সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থকে অবলম্বন করে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি গল্পে রয়েছে আকর্ষণীয় রঙিন রঙিন ছবি; যা খুব সহজেই শিশুদেরকে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন-৪
লেখক : সন্দীপন টীম
সম্পাদক : আবদুল্লাহ যোবায়ের, জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

৫

(সূরা লাহাব, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস)

ATFAAL
by sandipon

রবের ভালোবাসা পেলেন তিনি

নবিজি ﷺ একবার কিছু সাহাবিকে অভিযানে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমির ছিলেন। তিনিই নামাজের ইমামতি করতেন। এখানে দেখা গেল অবাক-করা কাণ্ড। আমির সাহেব প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে কেবল সূরা ইখলাস মিলিয়ে পড়তেন। আর অন্য কোনো সূরা মিলাতেন না। অন্যান্য সাহাবিরা তো বিষয়টি দেখে অবাক। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু বললেন না। অভিযান থেকে ফিরে নবি ﷺ-এর সাথে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। নবিজি ﷺ তখন বললেন, 'তোমরা তাকেই জিজ্ঞাসা করো।' সাহাবিরা ওই আমির সাহেবকে এই কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'এই সূরাটিতে পরম দয়াময় আল্লাহ তাআলার গুণাবলি রয়েছে। এ জন্য সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি।' কথাটি নবি ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসেন।'

(সহীহ বুখারি : ৭৩৭৫)

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা ইখলাস

সূরা নং : ১১২
আয়াত : ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১	আপনি বলে দিন, আল্লাহ একক।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (কুল হুওয়াল্ল-হু আহ্বাদ্)
২	আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।	اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্ল-হুস সমাদ্)
৩	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।	لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ (লাম ইয়ালিদ্; ওয়া লাম ইউ-লাদ্)
৪	আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহূ- কুফুওয়্যান আহ্বাদ্)

শব্দে শব্দে অর্থ

قُلْ - আপনি বলে দিন	اَحَدٌ - এক	اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী	لَمْ يَكُنْ - কেউ নেই
لَمْ يُوْلَدْ - কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি	لَمْ يَكُنْ - কেউ নেই	كُفُوًا - সমকক্ষ	

কয়েকটি আয়াতের তাফসীর

এই সূরায় সংক্ষেপে আল্লাহর তাআলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাফিররা নবি ﷺ-এর কাছে আল্লাহর পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তখন এই সূরাটি নাযিল হয়।

নবি ﷺ বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের তিন ভাগের একভাগ।

এই সূরা থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম

- আল্লাহ একক; তাঁর কোনো শরিক নেই।
- তিনি অমুখাপেক্ষী। অমুখাপেক্ষী মানে হলো, তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন।
- আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর হুকুম ছাড়া আমাদের কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না।
- আল্লাহকে কেউ জন্ম দেয়নি। আবার তাঁর থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি। তাঁর কোনো পিতা-মাতা নেই। কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই। এগুলো থেকে তিনি পবিত্র।
- আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি অনন্য, অতুলনীয়। তাঁর গুণাবলি অসীম।

এক্টিভিটি-১৭

সঠিক উত্তরের পাশে ☑ টিক চিহ্ন দাও

১ কাফিররা নবিজি ﷺ কে সাহায্য করত।

☐ হ্যাঁ ☐ না

২ মহান আল্লাহ কি কারও ওপর নির্ভরশীল?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৩ আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অসীম।

☐ হ্যাঁ ☐ না

২ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না।

☐ হ্যাঁ ☐ না

ঈমান আনার পর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কুরআন শেখা। কুরআন বুঝে পড়া। কুরআনকে জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে ধারণ করা। আর এর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যা তাফসীর পড়ার বিকল্প নেই।

বড়দের পাশাপাশি আমাদের উচিত ছোটদেরকেও কুরআনের তাফসীর পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে কুরআনের মজার মজার ঘটনা শিক্ষা দেওয়া। তবে শিশুদেরকে তা শেখানোর উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে গল্প। কারণ, শিশুরা গল্প পছন্দ করে। গল্প শুনে তারা আনন্দিত হয়। গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো বিষয় খুব সহজেই শেখানো যায়।

তাই শিশুদেরকে গল্পে গল্পে তাফসীর শেখাতে আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের তাফসীরুল কুরআন' সিরিজ। সিরিজটি পড়ে শিশুরা শিখে যাবে পবিত্র কুরআনের উনিশটি গুরুত্বপূর্ণ সূরার মজার মজার ঘটনা ও শিক্ষা।

এই সিরিজের প্রায় প্রতিটি গল্পই কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থকে অবলম্বন করে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি গল্পে রয়েছে আকর্ষণীয় রঙিন রঙিন ছবি; যা খুব সহজেই শিশুদেরকে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন-৫
লেখক : সন্দীপন টীম
সম্পাদক : আবদুল্লাহ যোবায়ের, জাকারিয়া মাসুদ
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
গ্রাফিক্স : নয়ন সরকার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

ATFAAL
by sondipon
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৬৩০০১০০,০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
ATFAAL
www.sondipon.com

ছোটদের তাফসীরুল কুরআন

৬

(আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারাহ-সূরা কাহফ-সূরা হাশরের কিছু অংশ)

ATFAAL
by sondipon

আল্লাহর পক্ষ থেকে পাহারাদার

আবু হুরায়রা ﷺ ছিলেন নবিজির একজন প্রিয় সাহাবি। একবার নবি ﷺ তাঁকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। যাকাতের খেজুর দেখভালের নির্দেশ দিলেন। আবু হুরায়রা ﷺ রাতভর পাহারা দিতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন, একজন লোক এসে খেজুর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি লোকটিকে ধরে ফেললেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।' লোকটি তখন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই গরিব। আমার পরিবার আছে। তাদের সব খরচ আমাকেই চালাতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে চুরি করতে এসেছি।'

অসহায় লোকটির কথা শুনে সাহাবির মন গলে গেল। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। ওদিকে আল্লাহও নবিজিকে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। সকালবেলা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবু হুরায়রা, রাতে তোমার সাথে কী হয়েছিল?'

আবু হুরায়রা ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটা লোক চুরি করতে এসেছিল। সে নাকি খুব অভাবী। পরিবারের সব খরচ তাকেই চালাতে হয়। এসব শুনে আমার দয়া হলো। তাই ওকে ছেড়ে দিয়েছি।'

নবি ﷺ বললেন, 'তোমার সাথে সে মিথ্যে বলেছে। সাবধান থেকো, সে আবার আসবে।'

নবিজির কথা আবু হুরায়রা ﷺ তাঁর মনে গেঁথে নিলেন। তিনি অপেক্ষায় থাকতে লাগলেন।

পরের রাতে লোকটি আবার এল। এসে মুঠভরে খেজুর নিতে লাগল। আবু হুরায়রা ﷺ এবারও তাকে ধরে ফেললেন। এরপর বললেন, 'আজ তোমাকে নবিজির কাছে নিয়ে যাবই।'

লোকটি এবারও কাকুতি-মিনতি করতে থাকল। কসম করে বলল, 'আমি আর আসব না। আমাকে ছেড়ে দিন।'

সাহাবি দয়া করে এবারও তাকে ছেড়ে দিলেন। সকালে নবিজি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দি কোথায়?'

আবু হুরায়রা ﷺ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার কাকুতি-মিনতি দেখে আমার দয়া হলো। তাই ওকে ছেড়ে দিয়েছি।'

নবিজি বললেন, 'সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। দেখে নিয়ো, সে আবার আসবে।'

ঠিক তাই হলো। নবিজির কথামতো সে এসে হাজির। আবার খেজুর চুরি করতে লাগল। এমন সময় সাহাবি এসে চোরকে পাকড়াও করলেন। এরপর বললেন, 'এবার তোমাকে আর ছাড়ছি না। আজকে নবিজির কাছে তো নিয়ে যাবই। প্রতিবার তুমি ধোঁকা দাও। আজ আর রেহাই নেই। চলো শিগগির।'

লোকটি বলল, 'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাকে একটি বিষয় আমি শিখিয়ে দেব। যার ফলে আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন।'

সাহাবির ছিল নতুন কিছু শেখার প্রতি ভীষণ আগ্রহ। লোকটির কথা শুনে তিনি বললেন, 'কী শেখাবে তুমি?'

লোকটি বলল, 'রাতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়বেন। তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে একজন ফেরেশতা পাহারার দায়িত্ব নেবেন। ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।'

আবু হুরায়রা ﷺ তখন ছেড়ে দিলেন লোকটাকে।

সকালবেলা বন্দির খবর জানতে চাইলেন নবিজি। বিস্তারিত খুলে বললেন সাহাবি। তখন নবি ﷺ বললেন, 'লোকটি ডাহা মিথ্যুক, কিন্তু সে তোমাকে সত্যি কথাই বলেছে। আচ্ছা আবু হুরায়রা! তুমি কি জানো, ওই লোকটি কে? কী তার পরিচয়?'

আবু হুরায়রা ﷺ বললেন, 'জি না, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবি ﷺ বললেন, 'সে ছিল শয়তান।'

(সহীহ বুখারি : ২৩১১)

আয়াতুল কুরসি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

(আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূ-ম)

(তিনিই) আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী,

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ

(লা- তা'খুযুহূ- সিনাতুওঁ ওয়ালা- নাউ-ম)

যাঁর কখনো তন্দ্রা আসে না এবং নিদ্রাও পায় না।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

(লাহূ- মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্ব)

আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

(মাং যাল্লাযী- ইয়াশফা'উ 'ইংদাহূ- ইল্লা- বিইযনিহ)

কে আছে, যে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

(ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদী-হিম ওয়ামা- খলফাহুম)

তিনি জানেন, তাদের সামনে এবং পেছনে যা আছে।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

(ওয়ালা- ইউহী-তু-না বিশাইইম্মিন 'ইলমিহি- ইল্লা- বিমা- শা-আ)

তাঁর জ্ঞানের কোনো বিষয় তারা নিজের আয়ত্তে নিতে পারে না। কেবল সেই বিষয় ছাড়া, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ

(ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব)

তাঁর কুরসী পরিবেষ্টন করে রেখেছে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে।

وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ

(ওয়ালা- ইয়াঊ-দুহূ- হিফযুহুমা-)

আর এ দুটোর তত্ত্বাবধান তাঁকে ক্লান্ত করে না।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ

(ওয়া হুওয়াল 'আলিয়্যুল আযী-ম)

আর তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল মহিমময়।